প্রথম আলো বাংলাদেশ

জাতীয় স্যানিটেশন মাস শুরু

৬১ শতাংশ মানুষ উন্নত স্যানিটেশনের আওতায়

বিশেষ প্রতিনিধি | আপডেট: ০১:৪৬, অক্টোবর ০২, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

বর্তমানে দেশের ৬১ শতাংশ মানুষ উন্নত স্যানিটেশন-ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। তবে এখনো ১ শতাংশ লোক খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে। গতকাল শনিবার রাজধানীর কাকরাইলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।

জাতীয় স্যানিটেশন মাস উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। আজ রোববার থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় স্যানিটেশন মাস-২০১৬। এ বছর স্যানিটেশন মাসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'উন্নত স্যানিটেশন, সুস্থ জীবন'।

প্রতিবছর অক্টোবর মাসে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্যানিটেশন মাস পালনের আয়োজন করে। দেশি-বিদেশি উন্নয়ন-সহযোগীরা এ আয়োজনের সঙ্গে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. ওয়ালী উল্লাহ বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। তবে এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের বেশি দিন লাগবে না। দেশের যে ১ শতাংশ লোক এখনো খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে, তাদের আগামী তিন বছরের মধ্যে স্যানিটেশনের আওতায় আনা হবে।

প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বর্তমানে দেশের ২৮ শতাংশ মানুষ যৌথ ও ১০ শতাংশ মানুষ অনুন্নত ল্যাট্রিন

ব্যবহার করে। এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে এগুলোও উন্নত ল্যাট্রিনে পরিবর্তন করা জরুরি। তিনি বলেন, দেশের ৯৮ ভাগ ল্যাট্রিন পিট বা সেপটিক ট্যাংকনির্ভর, যা ভরে গেলে পরিষ্কার করার জন্য বর্জ্য তুলে খোলা জায়গায় রাখা হয় কিংবা জলাশয় ও খালে-বিলে ফেলা হয়। এতে মারাত্মক পরিবেশদূষণ ঘটে। এ দূষণ ঠেকাতে সরকার মানববর্জ্যের উন্নত ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিয়েছে। এ ছাড়া লঞ্চ, স্টিমার, ট্রেনের খোলা ল্যাট্রিনের কারণে নদী ও পরিবেশের যে দূষণ হচ্ছে, তা ঠেকাতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ব্যবস্থা নিয়েছে বলেও জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন আজ আনুষ্ঠানিকভাবে স্যানিটেশন মাসের উদ্বোধন করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব মো. মাহবুব হোসেন, উপসচিব মো. খাইরুল ইসলাম, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত) শহীদ ইকবাল, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানিসম্পদ) মো. দেলওয়ার হোসেনসহ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।